আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল আব্দুল হান্নান(৪৫)।

তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে গতকাল রবিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত কনস্টেবল আব্দুল হান্নান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ইউসুফপুর গ্রামের রিকাত আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সিভিল সার্জন এএসএম মারুফ হাসান জানান, যেহেতু তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন, সে কারণে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে লাশ দাফনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরের শিক্ষার্থীরা ফ্রি ফায়ার ও পাবজি প্রেমে আসক্ত

মেহেরপুর সদরের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দিন দিন অমনোযোগী হয়ে পড়ছে লেখাপড়া থেকে। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দিন রাত ব্যস্ত সময় পার করছে ইন্টারনেট ফাইটিং গেম ফ্রি ফায়ার ও পাবজি নামক গেইমে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এ যেন এক নেশায় আসক্তর মত জড়িয়ে গেছে।

সম্প্রতি ব্লু হোয়েল গেমসের আতংক কেটে যাওয়ার কিছুদিন পরেই নতুন জালে আটকে যাচ্ছে নবাগত উড়তি বয়সী শিক্ষার্থীরা ও পুরো যুব

সমাজ। যে সময় তাদের ব্যস্ত থাকার কথা নিয়মিত পড়ালেখা সহ শিক্ষা পাঠ গ্রহন নিয়ে ও খেলার মাঠে ক্রীড়া চর্চার মধ্যে, সেখানে তারা ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে জড়িয়ে পড়েছে ফ্রি ফায়ার ও পাবজি নামক গেমের নেশায়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের শফিকুল জানান আমাদের সময় আমরা অবসর সময়টি বিভিন্ন খেলা ধুলার মধ্য দিয়ে পার করতাম, কিন্তু এখনকার যুগে তরুণ প্রজন্মের সন্তানদের দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। উপজেলার গ্রাম-গঞ্জে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রুপ গেম মহামারি আকার ধারন করেছে।

শিক্ষার্থীরা অনেকে পড়ার টেবিল ছেড়ে খেলছে মোবাইল গেমস, কখনো ইন্টারনেটের খারাপ সাইটে বিভিন্ন ছবি দেখছে। ফলে তারা নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। এতে একদিকে তাদের ভবিষ্যৎ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। তাই কিশোর-কিশোরীদের মা-বাবাসহ সমাজের সবারই খেয়াল রাখতে হবে, যেন তারা মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার না করে এবং প্রতিটি সন্তানকে একটু যত্ন সহকারে খেয়াল রাখার দায়িত্ব বা কর্তব্য বলে মনে করেন তিনি।

ফ্রি ফায়ার নামক গেমকে মাদকদ্রব্যর নেশার চেয়ে ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় কয়েকজন প্রবীন সমাজ সেবকেরা। নাম বলতে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, ইয়ং জেনারেশন এখন ফ্রি ফায়ারের দিকে আসক্ত। যেটা কিনা একটা অনলাইন গেম সেখানে গ্রুপিং এর মাধ্যমে জুয়ার আসর তৈরি হচ্ছে। ফ্রী ফায়ার গেম ব্যবহার কারি শুভন, শাকিব, সমিক, সাওনের সাথে কথা বলে জানা যায়, করোনা ভাইরাসের কারণে সারা বিশ্ব যেখানে থমথমে আছে সেখানে আমাদের মোতন ছাত্ররা কি করবে, সারা দিন তো আর ঘরে বসে দিন কাটাতে পারি না।

স্কুল বন্ধ, কোচিং বন্ধ, একা একা বাসাতে থাকতে থাকতে সময় যেনো আর যাই না তাই এই অনলাইন গেম ফ্রি ফায়ারে সবার সাথে যোগাযোগ করতে যেমন পারছি সেই সাথে বিনোদন ও নিতে পারছি। তারা আরও বলে এই গেম থেকে যখন বিনোদন নেওয়ার জন্য খেলতাম তখন কোনো খরচ ছিলো না।

আসতে আসতে যখন আমার এটার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি তখন প্রতিটা ইভেন্টে ৪০০, ৫০০ টাকা খরচ না করলে যেনো হয়ই না। গেমটি তে প্রথমে কোনো খরচ লাগে না যখন গেমটিতে পুরো পুরি ভাবে মনোযোগ

দিয় তখন দেখি গেমের ভিতরে এমন কিছু জিনিজ আছে যে গুলো না কিনলে নয়। যেমন, অলকের দাম ৪০০ টাকা, একটা প্লিয়ারে জারছি ৩০০ টাকা নতুন ইভেন্ট আসলেই ২০০০ এর নিচে যাইনা। সম্পূর্ণ ড্রেস কিনতে লাগে ১২০০ টাকা আর রেগুলার ইভেন্টের কথা তো বাদই থাকে।

মেহেরপুরের ক্রিয়া সংগঠক শাহিনুর রহমান রিটন জানান, মেহেরপুরে ক্রীড়া সংস্থাগুলো করোনাভাইরাস এর জন্য বন্ধ আছে তার সাথে স্কুল-কলেজ বন্ধ তাই সকল প্লেয়ার বা ছাত্ররা দীর্ঘ সময় বাড়িতে কাটাচ্ছে। তখন তারা এন্ড্রয়েড ফোন পেয়ে অনলাইন গেমস বা ফ্রী ফায়ার ও পাবজি নিয়ে পড়ে থাকে। এতে এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেখান থেকে বাহির হওয়া খুবই দায়। মেহেরপুরের ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে খেলোয়ার নিয়েও আশঙ্খায় আছেন তিনি।

উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে লেখাপড়ায় অনেক ক্ষতি হয়েছে বাসাতে শিক্ষার্থীরা থাকলেও লেখাপড়া তেমন কেউ করছে না। তারি ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছি অনলাইন গেম ফ্রি ফায়ার ও পাবজি গেম এর প্রতি আসক্ত অনেক শিক্ষার্থী। যেটা অনেক খারাপ প্রভাব পড়েছে লেখাপড়ার দিক দিয়ে।

আপনারা জানেন জে. এস. সি, এস.এস.সি, এইচ.এস.সি পরীক্ষা সাময়িক ভাবে বন্ধ আছে। তাই শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়েছে লেখাপড়ার দিকে। তার ভিতরে আবার এই অনলাইন গেমস ফ্রী ফায়ার ও পাবজি যেটাতে আসক্ত সব বয়সের শিক্ষার্থীরা।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারে বেড়েছে সবজির দাম

এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেহেরপুর কাঁচা বাজারে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম।

রবিবার সকালে মেহেরপুর কাঁচা বাজার ঘুরে জানা গেছে, প্রতিকেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়। তিনদিন আগেও যা বিক্রি হয়েছে

১৫০, ১৩০ টাকা কেজি দরে। ৩৫ টাকা কেজির আলু বিক্রি হচ্ছে ৩৭-৩৮ টাকায়। প্রায় সব সবজির কেজি ৬০-৮০ টাকা। কোনও কোনও সবজি বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকায়। শাকের দাম আকাশ ছোঁয়া। যেকোনও ধরনের শাক ৩০-৪০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি হয়েছে।

বন্যায় দেশের বিভিন্ন জেলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তলিয়ে গেছে ফসলের ক্ষেত। এসব ক্ষেতের ফসল, সবজি, কাঁচা মরিচ বন্যার পানিতে পচে গেছে অনেক আগেই। ফলে বাজারে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বাড়তির দিকে। বন্যার পানি পুরোপুরি নেমে যাওয়ার পর নতুন করে কাঁচা মরিচ, সবজি চাষাবাদ না করা পর্যন্ত বাজারে এসব পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক হবে না, দামও কমবে না।

এ বিষয়ে মেহেরপুর কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী আসকার, আক্তার, মোমিন, বকশো শেখ ও কালাম জানান এক সপ্তাহ আগে যে সবজি গুলোর দাম কম ছিলো এখন তা প্রতি কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা দরে বেড়েছে, যার মধ্যে পটল এক সপ্তাহ আগে কিন্তাম ২৫ টাকা এখন চাষীদের কাছ থেকে কিনছি ৩৫ টাকা ও বিক্রয় করা হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা দরে।

বেগুন এক সপ্তাহ আগে ছিলো ৩৫ টাকা এখন ৪৫ টাকা দরে বিক্রয় করছি, পটল আগে ছিল ৩০ টাকা এখন বিক্রয় করছি ৩৫ থেকে ৪০ টাকা দরে।

শৈলকুপায় বিষধর সাঁপের কামড়ে ২শিশুর মৃত্যু, ২০ দিনের ব্যবধানে মারা গেল ৬জন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিষধর সাঁপের কামড়ে ২শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুহয়েছে । শনিবার রাতে পৌর এলাকার চতুড়া ও দুধসর ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, উপজেলার পৌর এলাকার চতুড়া গ্রামের শুভ’র ছেলে রাব্বি
(৫) রাতে বাবা মায়ের পাশে ঘুমিয়ে ছিল। এসময় ঘুমন্ত অবস্থায় শিশু ছেলেটিকে সাঁপে কামড় দেয়। পরে শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে

শৈলকুপা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে। সেখানে ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে শিশুটি মারা যায়।

এছাড়া দুধসর ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে বিল্লাল হোসেনের ছেলে তাহসিন (৯) ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিল। রাত ২টার দিকে বিষাক্ত সাপে কামড় দেয়। পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভোরে ছেলেটি মারা যায়।

শিশুটির পিতা বিল্লাল হোসেন জানায়, তার ছেলেকে সাঁপে কামড় দিলে প্রথমে ওঝা কবিরাজের কাছে নিয়ে গেলে ছেলেটি সুস্থ্য হয়ে যায় ।

নিশ্চিত হতে মনের সন্দেহ দূর করতে ছেলেকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে ইনজেকশন দেওয়ার সাথে সাথে ছেলেটি মারা যায়। অভিযোগ করে বলেন, সুচিকিৎসা পাবার আশায় হাসাপাতালে সাপ ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে সঠিক চিকিৎসা না দিয়ে অবহেলা করা হয়েছে। প্রথমে হাসপাতালে কোনো ডাক্তার ও নার্স ডেকে পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসী জানায়, সাপে কাটা রোগিগুলো হাসপাতালে নিয়ে ইনজেকশন দেবার সাথে সাথে মারা যাচ্ছে। সব সমস্যার সমাধান হলেও এই সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারছেনা। এই শাখাকানন, কালাচ নামে পরিচিত সাঁপে কামড়ানো ব্যক্তিদের বেঁচে যাওয়ার রেকর্ড খুবই কম।

তাহলে কেন এর এন্টিভেনম ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রাখা হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত হাসপাতালে যেয়ে কেউ বাঁচতে পারিনি।

এদিকে সাঁপের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকাবাসী আতংকিত হয়ে পড়েছে। ২০ দিনের ব্যবধানে শৈলকুপা উপজেলায় সাঁপের কামড়ে ৪ শিশুসহ ৬জনের মৃত্যুহয়েছে। সাঁপের উপদ্রব বন্ধে ও সাঁপে কাটা রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি বলে জেলাবাসীর অভিযোগ।

গাংনীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে

পরিষ্কার পরিছন্নতা কার্যক্রম শুরু

“আমার স্বাস্থ্য আমার দায়িত্ব” এই স্লোগান কে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ব্যাপী সপ্তাহ জুড়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিছন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গাংনী উপজেলার ৮৯ গ্রামে একযোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচার অভিজান শুরু হয়। এতে করে প্রতিটি গ্রামের ‘গ্রাম উন্নয়ন দল ও গ্রাম ভিত্তিক ইয়ুথ ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পেইন শুরু হয়।

উক্ত ক্যাম্পেনে বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা, মশা নিধনে স্প্রে করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সকলে নিজের বাড়ি ঘরকে পরিষ্কার রাখতে সকলে সচেতন হয় সেই লক্ষে কাজ করছে।

গাংনী উপজেলার ৩ হাজার সেচ্ছাসেবক ডেঙ্গু প্রতিরোধে সপ্তাহ ব্যাপি কাজ করে যাবে। তারা সেচ্ছায় নিজের গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গু মশা যাতে আমাদের আক্রান্ত না করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উক্ত ক্যাম্পেইন করতে সহায়তা করেন, বেসরকারি সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কাথুলী ইউনিয়নের ইউ সি বাশারুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পেনে বাড়ির আঙ্গিনায় ঝোপ-ঝাড় পরিস্কার করা, মশা নিধনে স্প্রে করা ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা ও সকলে নিজের বাড়ি ঘরকে পরিষ্কার রাখতে যাতে সকলে সচেতন হয় সেই লক্ষে কাজ করছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বামুন্দি ইউনিয়নের ইউ সি হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন, গাংনী উপজেলার ৩ হাজার সেচ্ছাসেবক ডেঙ্গু প্রতিরোধে সপ্তাহ ব্যাপি কাজ করে যাবে। তারা সেচ্ছায় নিজের গ্রামকে করোনা মুক্ত রাখার পাশাপাশি ডেঙ্গু মশা যাতে আমাদের আক্রান্ত না করতে পারে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর গাংনী উপজেলা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন বলেন, আমাদের নিজেদের এলাকা নিজে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এজন্য

আমাদের প্রশিক্ষণ ইয়ুথ লিডার ও সেচ্ছাব্রতিরা যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা সাধুবাদ জানাই উক্ত কাজকে। আমাদের প্রজেক্টর তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা চলছে। গাংনী উপজেলার সকল মানুষকে উক্ত কাজে যুক্ত হবার আহবান জানায়।

পাপিয়ার বিচার শুরু

অস্ত্র আইনের মামলায় নরসিংদী জেলা যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক বহুল আলোচিত শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত। চার্জ গঠনের মধ্য দিয়ে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো।

রোববার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কেএম ইমরুল কায়েস আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

২৯ জুন ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যা বের উপপরিদর্শক আরিফুজ্জামান শেরেবাংলা নগর থানার অস্ত্র আইনে করা মামলায় তাদের বিরুদ্ধে এ চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটে সাক্ষী করা হয়েছে ১২ জনকে।

২২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দেশত্যাগের সময় পাপিয়াসহ চারজনকে গ্রেফতার করে র্যাাব।

গ্রেফতার হওয়া অন্যরা হলেন- পাপিয়ার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে সুমন চৌধুরী ওরফে মতি সুমন (৩৮), সাব্বির খন্দকার (২৯) ও শেখ তায়্যিবা (২২)।

তাদের কাছ থেকে সাতটি পাসপোর্ট, দুই লাখ ১২ হাজার ২৭০ টাকা, ২৫ হাজার ৬০০ টাকার জাল মুদ্রা, ১১ হাজার ৯১ ইউএস ডলারসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা জব্দ করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারের পর ওই দিন রাতেই নরসিংদীর বাসায় এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোরে হোটেল ওয়েস্টিনে তাদের নামে বুকিং করা বিলাসবহুল প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটে অভিযান চালানো হয়।

পরে পাপিয়া ও তার স্বামীর অবৈধ সম্পদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গণমাধ্যমে চলে আসে।

সূত্র- যুগান্তর

একদিনে আরও ৩৪ জনের প্রাণহানি, আক্রান্ত ১৯৭৩

এই সময়ে ১ হাজার ৯৭৩ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৮০১টি নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৯৭৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ২৭ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ২৪ পুরুষ ও নারী ১০ জন। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৯৪১ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৫২৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯১ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৬০ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে

পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

সূত্র- যুগান্তর

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ করে পটল

পটল অত্যন্ত সহজলভ্য কিন্তু এই পটলই সুস্থ থাকতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পটলের জুড়ি মেলা ভার।

ডায়বেটিসের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয় পটল। নিয়মিত পটল খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পটল। পটল খেলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পটল খেলে বদহজম একদম হবে না, খাবার-দাবার অত্যন্ত ভালভাবে হজম হয়।

পটলে ভিটামিন সি আছে, আর প্রতিদিন ভিটামিন সি শরীরে অত্যন্ত প্রয়োজন, অনবরত শরীর থেকে ভিটামিন সি নির্গত হয়ে থাকে। তাই ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিৎ পটলে ভিটামিন সি থাকায় তা শরীরকে সুস্থ রাখে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার আরও চার মামলার স্থগিতাদেশ বহাল

রাজধানীর বিভিন্ন থানায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা নাশকতার আরও চার মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

একই সঙ্গে, ওই চার মামলার অভিযোগ আমলে নেওয়ার আদেশ বাতিল প্রশ্নে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে। আদেশের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান বিভিন্ন মামলায় খালেদার জিয়ার অন্যতম আইনজীবী এহসানুর রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন শুনানি নিয়ে রবিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবনাথ। খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘সেপ্টেম্বরে স্কুল খোলার পরিবেশ হয়নি’

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন মনে করেন, সেপ্টেম্বরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলার মতো পরিবেশ এখনও হয়নি। আর স্কুলে স্কুলে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবনার সার-সংক্ষেপের অনুমোদন এখনও

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ফেরত আসেনি।

রবিবার (২৩ আগস্ট) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে মার্চে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার মধ্যে ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, করোনা ভাইরাস মহামারির প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

শেখ হাসিনা বলেন, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন একটাও খুলবে না। অন্তত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবই বন্ধ থাকবে যদি করোনা ভাইরাসের প্রার্দুভাব অব্যাহত থাকে। যখন এটা থামবে তখন আমরা খুলবো।

প্রধানমন্ত্রীর কথার জের ধরে সাংবাদিকরা প্রাথমিক সচিবের কাছে জানতে চান- সেপ্টেম্বরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে কি-না; এসময় সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু গতকাল বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে এখনও কোনো পরিবেশ তৈরি হয়নি। আপনারা নিজেরাও বোঝেন আসলে পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি হয়নি।

‘এখন যে অবস্থা, এখনও কিন্তু ২০-২২ শতাংশ আক্রান্ত। সেই হিসাবে আমাদের শিশুদের-শিক্ষকদের…; স্কুল খুললে অভিভাবকেরা চলে আসবে। তাদের আমরা ঝুঁকির মধ্যে ফেলব কেন, সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করছি যে আসলে তো এখনও পরিবেশ তৈরি হয়নি। ’

সচিব বলেন, উন্নত দেশ যারা স্কুল খুলেছিল, তারাও কিন্তু এখন আবার বন্ধ করে দিয়েছে। সেজন্য আমরা মনে করছি যে, আমাদের বাচ্চাদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলাটাই সমীচীন হবে।

করোনার কারণে এবছর কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বদলে স্কুলে স্কুলে নেওয়ার প্রস্তাব করে গত ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে সার-সংক্ষেপ পাঠায় প্রাথমিক মন্ত্রণালয়।

সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে সচিব বলেন, আমরা বলেছি যে স্ব স্ব স্কুলগুলো পরীক্ষা নেবে যদি খুলতে পারে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষা না নেওয়ার জন্য প্রস্তাবনা আছে। এর বাইরে হচ্ছে যে স্কুলগুলোর, যদি পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তাহলে স্ব স্ব স্কুল পরীক্ষা

নেবে। তবে সেই অনুমোদন এখনও আসেনি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন